মুসলিম শরিয়া আইন ও বাংলাদেশ।

মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই পৃথিবীর মুসলমানেরা আরব, মিসরীয়, তুর্কী, বাঙ্গালী ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলিম জাতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে তারা একটি রাষ্ট্র গঠন করেনি। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমানিত করে বাংলাদেশের উত্থান ঘটেছিল। মুসলমান অধ্যুষিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন আদালতও ভিন্ন। কারণ প্রত্যেকটি দেশের আইন প্রণদিত হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে। মধ্য এশিয়ার মুসলিম সামন্ত প্রভূদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্য যুগে কথিত মুসলিম শরিয়া আইন প্রণদিত হয়েছিল। বর্তমান কালে মুসলিম অধ্যুষিত কোন দেশেই মধ্য যুগীয় ঐ শরিয়া আইনের কার্য্যকারিতা নাই।

বাংলাদেশে সংঘঠিত যাবতীয় দন্ডনীয় অপরাদের বিচার পরিচালিত হয় পেনাল কোড (Penal Code) এর বিধান অনুযায়ী। মুসলমান বা অমুসলমান যে কোন ব্যক্তিই বিচার কাজে নিয়োজিত হোতে পারেন। শরীয়া আইনের বিধান বাংলাদেশে কার্য্যকর নয় বিধায় মুসলিম বিয়ে, তালাক ও সম্পত্তির অংশীদারিত্ব পরিচালিত হয় মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা। তিন তালাকের কোন বিধান উক্ত পারিবারিক আইনে নাই। কোন পক্ষকে তালাক দিতে হলে কোর্টের আশ্রয় নিতে হয়। দুই পক্ষের বক্তব্য শ্রবন করত: পক্ষদ্বয়ের সম্মতি সাপেক্ষে কোর্ট পারিবারিক আইনের বিধান মোতাবেক তালাক কার্য্যকর করে। প্রথম স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে আইন মোতাবেক দ্বিতীয় বিয়ে করা যায়। চার বিয়ে আইন সিদ্ধ নয়। পারিবারিক আইন মোতাবেক স্ত্রী প্রহর দন্ডনীয় অপরাদ, তা মামলায় প্রমানিত হলে পেনাল কোডের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়। পারিবারিক আইন মোতাবেক পিতার সম্পত্তির সম-অংশীদারিত্ব পুত্র ও কন্যা ভোগ না করা, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্যবলিতে নারীর সম-অংশীদারিত্ব না থাকাটাই হলো বাংলাদেশের নারীদের মূল সমস্যা।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল নারী সংগঠনগুলি বর্ণিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে আন্দোলনেরত আছেন। অর্থনৈতিক মুক্তির উপর নারী স্বাধীনতা নির্ভরশীল। তাই প্রগতিশীল এন.জি.ও গুলি গ্রামীন অবহেলিত নারীদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বি করার লক্ষ্যে কাজ করছিল। জোট সরকার উক্ত এনজিওদের কার্য্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। সমাজের বর্ণিত বর্তমান মূল সমস্যাগুলিকে পাশ কাটিয়ে মধ্য যুগীয় শরীয়া আইনের কাল্পনিক সমস্যার কথা বর্ণনা করে জনাব ফতেমোল্লা কার স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন?

জনাব ফতেমোল্লা "মুক্তমনা" ওয়েব সাইটের একজন মডারেটর। উক্ত ওয়েব সাইটের মডারেটর বোর্ডের সকল সদস্যই স্বঘোষিত নাস্তিক। আস্তিক ও নাস্তিক বিপরীত ধর্মী ভাববাদী বিশ্বাস। কিন্তু ভাববাদী কোন বিশ্বাস (আস্তিক বা নাস্তিক) দ্বারাই মানব সমাজ পরিচালিত হয় না। পূর্ব পুরুষদের কর্মকান্ডের প্রতি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ, অর্থ্যাৎ অতীতস্মৃতিবিধুরতা (Nostalgia) মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট। সামাজিক বা আর্থিকভাবে উপকৃত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ পূর্ব পুরুষদের আচার-আচরণ ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করে না। আলোচ্য এই বাস্তবতা মুক্তমনের দাবিদার নাস্তিকেরা বুঝতে অক্ষম। উক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত "মুক্তমনা"ওয়েব সাইটির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো নাস্তিকতা প্রচার। গণমানুষের সামাজিক বা আর্থিক পরিবর্তন তাদের বিবেচ্য বিষয় নয় বিধায় মুক্তমনের দাবিদার নাস্তিকেরা গণবিচ্ছিন্ন।

অতীতস্মৃতিবিধুরতার মধ্য দিয়েই মানুষ তার সামাজিক ও আর্থিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে সমাজ পরিবর্তন করে। শ্রেনী বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সংঘঠিত গণমানুষের এই সংগ্রামকে প্রধান্য না দিয়ে, যারা মানুষের অতীতস্মৃতিবিধুরতাকে প্রধান্য দিয়ে তাকে আরো অতীতমূখী বা অতীতস্মৃতি বিলোপ্তি করার অবাস্তব কাজটি করতে চান, তারা ফ্যানাটিক আস্তিক বা নাস্তিক।

বাংলাদেশের ইসলামিক ঐক্য জোট এবং জামাত-ই-ইসলাম চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আরবদেশে প্রবর্তীত কোরাণিক আইন বাস্তবায়নে আগ্রহী। তবে কোরাণের ব্যাখ্যা নিয়ে এই দুই সংস্থার মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে আইন প্রবর্তীত হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও বাস্তব অবস্থা কোরণিক আইন প্রবর্তনের পরিপন্থী। তাই বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদীরা জনপ্রিয় নয়। নির্বাচনে জামাত ৫% ভোট পায়। তাই বাংলাদেশের কায়েমি এবং উঠতি বুর্জোয়া স্বার্থবাদিরা নিজেদের শোষণ Camouflage করার লক্ষ্যে ধর্মের যিকির তোলে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে ধর্মীয় মৌলবাদকে ব্যবহার করে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার এই কাজটি করছেন। তাই জামাতরূপি বিএনপি হলো আধুনিক ধর্মীয় মৌলবাদি সংগঠন। বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত মুক্তমনা নাস্তিকেরা বিষয়টি বুঝতে অক্ষম।

মুক্তমনা নাস্তিকদের মত ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মহীনতা মনে করে। প্রগতিশীলদের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা এবং সকল ধর্মের সহাবস্থান ও শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা। কিন্তু এব্যাপারে মুক্তমনা নাস্তিকেরা প্রগতিশীলদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত শক্তিশালী করছে। জামাত মার্কিন সনদ প্রাপ্ত মডারেট মুসলিম গণতান্ত্রিক দল। জামাত ও প্রগতিশীলদের মধ্যে সম্পর্ক হলো সাপে নেউলের মত। মার্কিনীরা প্রগতিশীলদেরকে অপছন্দ করেন। স্নায়ু যুদ্ধ কালীন সময় মার্কিনীরা প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মীয় মৌলবাদকে ব্যবহার করেছিল। অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বুশ ডকট্রিনের আওতায় মার্কিন প্রশাসন ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকতা উৎসাহ দিয়ে চলছে। আবার মুক্তমনা নাস্তিকেরাও গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকতা প্রচার করে চলছেন। শক্তিহীন ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যত না সোচ্চর, সর্ব উচ্চ শক্তিধর মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ততই কণ্ঠহীন।

এমতাবস্থায় প্রগতিশীলেরা যদি মনে করে জামাতের মত মুক্তমনা নাস্তিকেরাও মার্কিন সহযোগী। প্রগতিশীল মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জামাতের বিরোধীতা করছে, তাহলে জনাব ফতেমোল্লা কি জবাব দিবেন?

সেতারা হাশেম ০৬/০৩/০৫